গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টিএ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

নং-১৮.০০.০০০০..১৯.০৬.০০৪.১৮-২৫৭

তারিখঃ ০৯ পৌষ ১৪২৭ / ২৪ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয়ঃ বিআইডব্লিউটিএ'র বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আশুগঞ্জ, চাঁদপুর, ঢাকার শ্মশান ঘাট ও নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরের জমি নিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাথে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৫-১২-২০২০ তারিখ বিআইডব্লিউটিএ'র বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আশুগঞ্জ, চাঁদপুর, ঢাকার শ্মশান ঘাট ও নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরের জমি নিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাথে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২। উক্ত সভার খসড়া কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২৪/১২/২০২০

(মোহাঃ আমিনুর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৬০৭২
E-mail: amin.rafid@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আবদুল গণি রোড, ঢাকা।
৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল, ঢাকা।
৬। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও ঢাকা।
৭। প্রকল্প পরিচালক, বিআরডব্লিউটিপি-১, বিএসসি টাওয়ার (লেভেল-২১), ২-৩ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১। সচিবের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (টিএ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টিএ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিআইডব্লিউটিএ'র বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আশুগঞ্জ, চাঁদপুর, ঢাকার শ্মশান ঘাট ও নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরের জমি নিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাথে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১৫-১২-২০২০ খ্রিঃ
সময়	:	১১:০০ ঘটিকা।
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট "ক"

সভার শুরুতে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত করে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে বলেন, বিআইডব্লিউটিএ শুধুমাত্র নদীপথ উন্নয়নেই কাজ করেনা, নদী পথে যাত্রী সাধারণের নির্বিঘ্নে চলাচলে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নিয়ে থাকে। সড়ক বা রেল পথে চলাচলের বিভিন্ন বিকল্প থাকলেও নদী পথে চলাচলের কোন বিকল্প বাহন নেই। নদী পথ দেশের জলবায়ু সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিশ্ব সব সময়ই জলবায়ু সহায়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার পক্ষে। তিনি উল্লেখ করেন দেশের তৃনমূল পর্যায়ে সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, তা বাস্তবায়নে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। তিনি বিআইডব্লিউটিএ'র বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাথে সৃষ্ট জমির বিরোধ নিষ্পত্তি করাই এ সভার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে মতামত উপস্থাপনের আহবান জানান।

২.১। এ পর্যায়ে সভাপতির অনুমতিক্রমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (টিএ) জনাব মোহাঃ আমিনুর রহমান সভায় এজেন্ডানুযায়ী শ্মশানঘাট প্যাসেঞ্জার রিভার টার্মিনাল নিয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে "বাংলাদেশ আঞ্চলিক নৌপরিবহন প্রকল্প (বিআরডব্লিউটিপি)-১" প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, জনাব মাহমুদ হাসান সেলিম শ্মশানঘাট প্যাসেঞ্জার রিভার টার্মিনাল নির্মাণের বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদর্শন করেন। এ বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মো: সাইদুর রশিদ বলেন, পদ্মা সেতু চালু হলে উক্ত জায়গায় পদ্মা সেতু লিংকরোডের মাধ্যমে রেলের জন্য স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণ করার কথা রয়েছে বিধায় উক্ত জমি বিআইডব্লিউএকে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে তিনি বিভিন্ন সমস্যার কথা সভাকে জানান। এ পর্যায়ে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, রেলের জন্য স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণের বিষয়ে কী কী বিকল্প আছে এবং কী করলে জনসাধারণ বেশী উপকৃত হবে সে বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বিআইডব্লিউটিএ'র প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন এবং সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি আরও বলেন, একতরফাভাবে কেউ সিদ্ধান্ত না নিয়ে যৌথভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

২.২। এ প্রেক্ষাপটে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব ভোলা নাথ দে বলেন, সদরঘাট দিয়ে প্রতিদিন শতাধিক লঞ্চ আসা-যাওয়া করে। উক্ত লঞ্চগুলোতে প্রায় এক লক্ষ যাত্রী প্রতিদিন যাতায়াত করে থাকে। বিভিন্ন উৎসবে যাত্রীর পরিমাণ প্রায় ৪-৫ লক্ষ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে রেলওয়ে যদি স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণ করে তবে শ্মশানঘাট প্যাসেঞ্জার রিভার টার্মিনালের সুফল পাওয়া যাবে না বরং দুর্ঘটনার আশংকা বাড়বে।

২.৩। এ পর্যায়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরি বলেন, শ্মশানঘাট এলাকায় বিআইডব্লিউটিএ এবং রেলওয়ের জমির মালিকানা সিএস রেকর্ড অনুযায়ী ডিএসসিসি'র। তিনি শ্মশানঘাট এলাকায় প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণে সৃষ্ট জটিলতা সমাধানের লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়, ডিএসসিসি এবং বিআইডব্লিউটিএ'র সমন্বয়ে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, যানজট নিরসন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত নির্মীয়মাণ প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী ডিএসসিসি'র দুটি রাস্তা ডিএসসিসি কর্তৃক উন্নয়ন অথবা বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট MoU এর মাধ্যমে হস্তান্তরের বিষয়ে নৌপরিবহন সচিব এবং বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে বিআরডব্লিউটিপি-১ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক সুবিধাজনক একটি সময়ে ডিএসসিসি'র মাননীয় মেয়রের জন্য একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিলে তিনি তাৎক্ষনিকভাবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

২.৪। উপসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ জনাব আ.ন.ম. ফয়জুল হক বলেন, দেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। উন্নয়নের স্বার্থে নদী পাড়ের জমি বাংলাদেশ রেলওয়ের দরকার নাকি বিআইডব্লিউটিএ'র দরকার সেটা সরজমিনে পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে । তিনি বলেন, নদীর আশে-পাশের জমি ছাড়া বিআইডব্লিউটিএ কাঙ্খিত সেবা প্রদান করতে পারবে না।

৩। অত:পর একে একে চাঁদপুর প্যাসেঞ্জার রিভার টার্মিনাল, আশুগঞ্জ কার্গো টার্মিনাল এবং নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর এলাকার জমি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার বিষয়ে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৩.১) বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠনপূর্বক স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য শ্মশানঘাটের জায়গার পরিবর্তে অন্য কোনো বিকল্প জায়গা আছে কিনা তা জরুরীভিত্তিতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে জানাবে, এক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠানের যেন সুবিধা হয় সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে;

৩.২) শ্মশানঘাট এলাকায় যানজট নিরসন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত নির্মীয়মাণ প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী ডিএসসিসি'র দুটি রাস্তা ডিএসসিসি কর্তৃক উন্নয়ন অথবা বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট MoU এর মাধ্যমে হস্তান্তরের বিষয়ে নৌপরিবহন সচিব এবং বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে বিআরডব্লিউটিপি-১ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক সুবিধাজনক একটি সময়ে ডিএসসিসি'র মাননীয় মেয়রের জন্য একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করবেন;

৩.৩) চাঁদপুর মাদ্রাসাঘাট ও নিশিবিল্ডিং নামক আঞ্চলিক দুটি রাস্তা মূল রাস্তা পর্যন্ত প্রশস্তকরণের নিমিত্ত রেলওয়ের ৩.৫৯৫ একর জমি বিআইডব্লিউটিএ'র অনুকূলে ব্যবহারের অনুমতি দেয়ার বিষয়টি আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে;

৩.৪) আশুগঞ্জ কার্গো টার্মিনাল উন্নয়নের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর তাদের ৪.০৬ একর জমি বিআইডব্লিউটিএ'র অনুকূলে হস্তান্তর করবে;

৩.৫) নারায়নগঞ্জের মধ্যে শীতলক্ষ্যা নদীর ফোরশোর/তীর ভূমিসহ লীজকৃত জায়গার বিরোধ নিস্পত্তির লক্ষ্যে গত ১৯-০২-২০২০ তারিখে জনাব অনল চন্দ্র দাস, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে আহ্বায়ক করে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সে কমিটির আহ্বায়ক জনাব অনল চন্দ্র দাস, পিআরএল-এ গমন করায় উক্ত কমিটি পুনর্গঠন করে কমিটি কর্তৃক বিরোধপূর্ণ এলাকা পরিদর্শণের তারিখ রেলপথ মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেওয়া হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৩/১২/২০২০

(মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী)
সচিব

D/Minuets